জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০৬.০০০০.৩০১.৩৯.২০১.২৪/৫৯৫৮ তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: এনসিটিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের নবম ও দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটি বিতরণের সময় মূল পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সংশোধিত কনটেন্ট কপি শিক্ষার্থীদের হাতে প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), দাখিল, এসএসসি ভোকেশনাল, দাখিল ভোকেশনাল এবং কারিগরি (ট্রেড) স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। উক্ত বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তকসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত নবম ও দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকের ৬৬ ও ৭০ নম্বর পৃষ্ঠায় মুদ্রণ প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় একটি 'সংশোধিত কনটেন্ট কপি' এতদসঙ্গে প্রেরিত হলো। পাঠ্যপুস্তকটি বিতরণের সময় 'সংশোধিত কনটেন্ট কপি' সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের হাতে যথাযথভাবে প্রদান করা প্রয়োজন।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকসমূহ বিতরণের সময় এনসিটিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের নবম ও দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের সাথে একটি করে 'সংশোধিত কনটেন্ট কপি' সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের হাতে প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্ত: নবম ও দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের সংশোধিত কনটেন্ট কপি

২১/১২/২০২৫

(প্রফেসর মো. সাহতাব উদ্দিন)
সচিব
ফোন: ২২৩৩-৮৫৬৪৪

প্রাপক
জেলা/উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
.....

স্মারক নং-৩৭.০৬.০০০০.৩০১.৩৯.২০১.২৪/৫৯৫৮ তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (তালিকা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৫. সদস্য (পাঠ্যপুস্তক/অর্থ/শিক্ষাক্রম/প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
৬-৭ প্রধান সম্পাদক/বিতরণ নিয়ন্ত্রক, এনসিটিবি
৮. সত্ত্বাধিকারী, ব্রাইট প্রিন্টিং প্রেস/প্রমা প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, লিমিটেড/কাশেম এ্যান্ড রহমান প্রিন্টিং প্রেস
৯. পিএ টু চেয়ারম্যান, এনসিটিবি (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১০. সংরক্ষণ নথি।

২১/১২/২০২৫

(সিরাজুল ইসলাম)
উপসচিব (প্রশাসন), এনসিটিবি
ফোন: ২২৩৩৮২৫৮৬

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

নবম ও দশম শ্রেণি

(শিক্ষাবর্ষ-২০২৬)

৬৬ নম্বর পৃষ্ঠার সংশোধিত কনটেন্ট পরের পাতায়

জলবিদ্যুৎ : নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। এটি নবায়নযোগ্য শক্তিসম্পদ। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে পাকিস্তান আমলে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হয়। সব চেয়ে কম খরচে এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বর্তমান বিশ্বে তেল, গ্যাস বা পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহারের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তার উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। সেই তুলনায় জল বিদ্যুতের খরচ অনেক কম। সে কারণে দেশের নদীর পানি সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য লাভজনক। তবে যে ধরনের পাহাড়ি নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, সে রকম পাহাড় ও নদী দেশে বেশি নেই। ফলে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম।

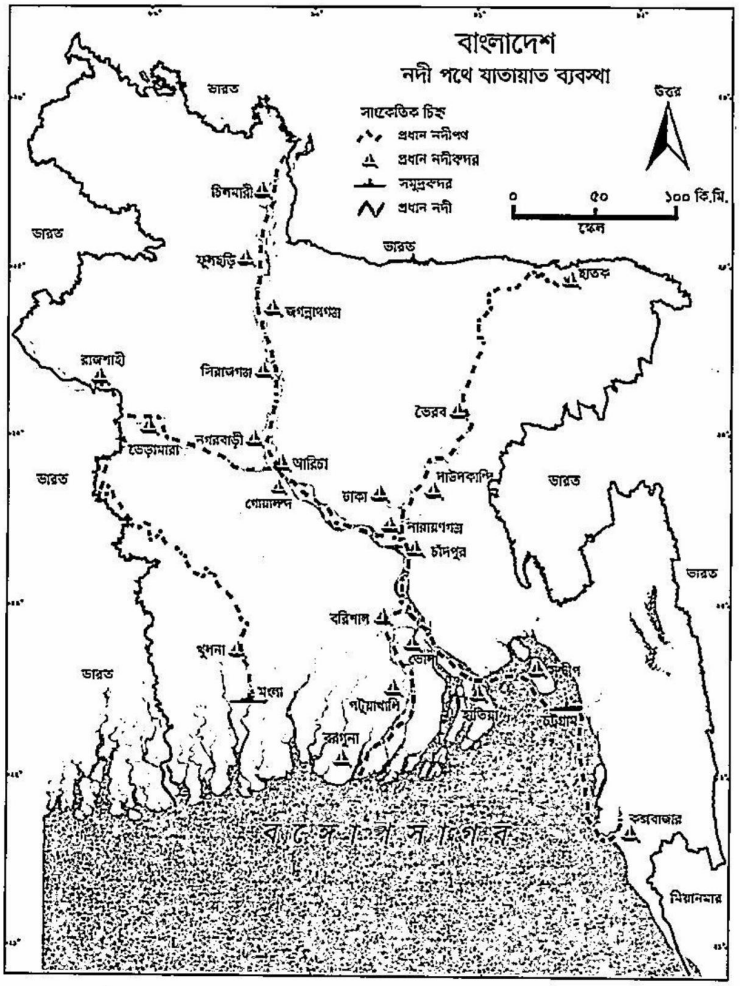

চিত্র ৫.২ : বাংলাদেশের নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থার মানচিত্র

বাণিজ্য : বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথে দেশের মোট বাণিজ্যিক মালামালের ৭৫ শতাংশ আনা-নেওয়া করা হয়। এখন বহুমুখী পণ্যবাহী জাহাজের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে প্রায় সব নদীপথেই সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ টন মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে। ফলে সকল প্রকার অস্থিতিশীলতার মধ্যেও নির্বিঘ্নে জাহাজ ও নৌযানযোগে পণ্য পরিবহন করা যায়। বর্ষাকালে বেশিরভাগ পণ্যই নৌপথে পরিবহন করা হয়। তবে শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্য হ্রাস পাওয়ার কারণে কোনো কোনো নদীতে জাহাজ চলাচল সীমিত হয়ে আসছে। দেশের কৃষি, শিল্প ও মৎস্য সম্পদের বিকাশ ঘটাতে নৌপরিবহনের কোনো বিকল্প নেই। সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে বাংলাদেশের নৌ বাণিজ্যকে গতিশীল করার জন্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের নদীর সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কাজ
দলগত : নদীর ওপর নির্ভরশীল কর্মকাণ্ডের তালিকা প্রস্তুত কর।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

নবম ও দশম শ্রেণি

(শিক্ষাবর্ষ-২০২৬)

৭০ নম্বর পৃষ্ঠার সংশোধিত কনটেন্ট পরের পাতায়

১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার : দেশের পানি সম্পদকে মানুষের জীবন–জীবিকার উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক ধ্যান–ধারণা ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। দেশের পানিসম্পদ সারা বছরের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারলে দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে প্রথমে পানির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, তাহলে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর জন্য দেশে জাতীয় পানি নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ

বৃক্ষরাজি যে ভূমিতে সমারোহ ঘটায় তাকে বনভূমি বলা হয়। এসব বনে কাঠ, মধু, মোম ইত্যাদি বনজসম্পদ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বনভূমি নেই। একটি দেশের মোট আয়তনের ২০-২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এ সম্পদের পরিমাণ রয়েছে মাত্র ১৭% জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মানুষের ঘরবাড়ি এবং খাসবাবপত্র নির্মাণে মূল্যবান কাঠের প্রয়োজন। এসব কাঠ বনভূমি থেকেই সরবরাহ করা হয়। যার কারণে এ দেশের ননভূমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

মূলত জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের বনের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের বন এলাকাকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায় চট্টগ্রামের বনাঞ্চল, সিলেটের বন, সুন্দরবন ও ঢাকা-টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ

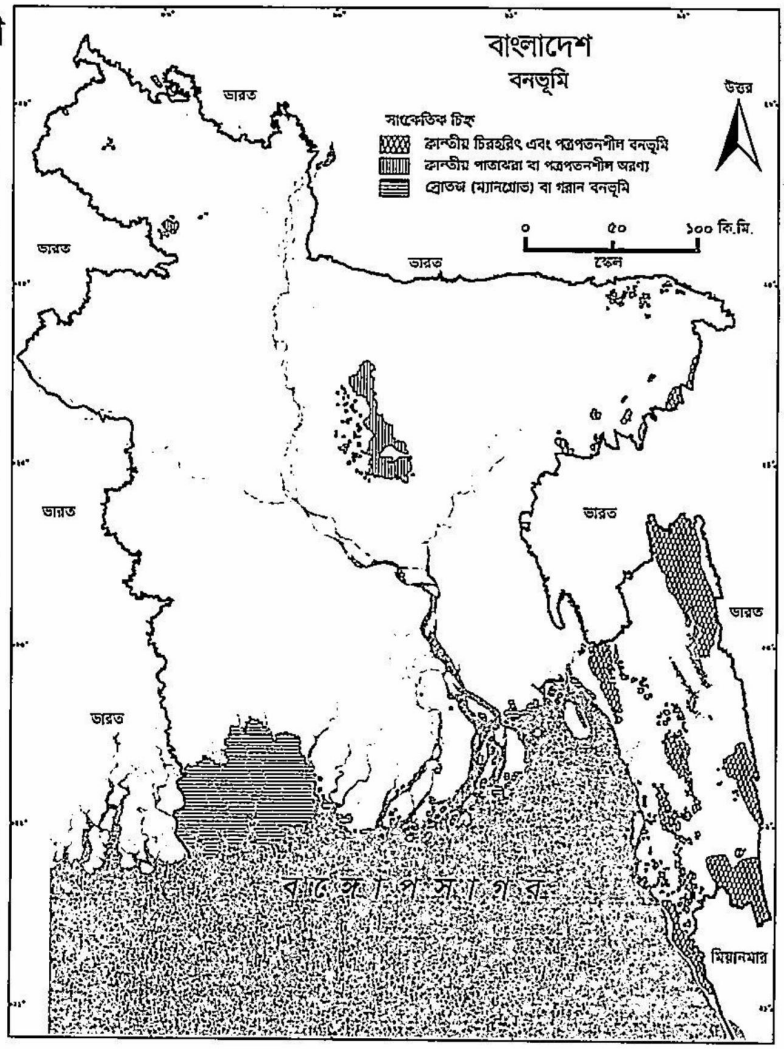

চিত্র ৫.৩ : বাংলাদেশের বনভূমির মানচিত্র